যশোরে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত

যশোরের মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত একজন স্বাস্থ্য সহকারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ৩৩ বছর বয়সী ওই স্বাস্থ্য সহকারী ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডে গিয়ে শিশুদের টিকাদান (আইপিই) কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা পরীক্ষাগার থেকে আজ রোববার ওই স্বাস্থ্যকর্মীর নমুনা পরীক্ষার পজিটিভ ফল যশোরের সিভিল সার্জনকে জানানো হয়েছে। এই প্রথম যশোর জেলায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হলো।

করোনা আক্রান্ত ওই স্বাস্থ্যকর্মী বর্তমানে মনিরামপুর উপজেলায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করছেন। তাঁকে যশোর বক্ষব্যাধি হাসপাতালের করোনা চিকিৎসা ইউনিটে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। যেসব চিকিৎসক তাঁকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন এবং তাঁর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করে কোয়ারেন্টিনে রাখাসহ এলাকা লকডাউন করার প্রক্রিয়া চলছে।

এ বিষয়ে যশোরের সিভিল সার্জন শেখ আবু শাহীন বলেন, মনিরামপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ওই কর্মীর শরীরে করোনার লক্ষণ দেখা দিলে ৮ এপ্রিল নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বলেন, করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে জ্বর ও মুখে ঘা রয়েছে। সর্দি-কাশি বা শ্বাসকষ্টের কোনো লক্ষণ তাঁর শরীরে নেই।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, করোনার লক্ষণ থাকায় যশোর জেলা থেকে এ পর্যন্ত ১০১ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে একজনের শরীরে।

সূত্র-প্রথম আলো

বেতনের দাবিতে লকডাউন ভেঙে সড়কে পোশাক শ্রমিকরা

করোনাভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেও বেতনের দাবিতে লকডাউনের নিয়ম ভেঙে রাস্তায় নেমেছে গাজীপুরের কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। রবিবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে তারা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। কারখানা কর্তৃপক্ষ দেই-দিচ্ছি করে ঘুরাচ্ছে। এখন আমাদের ঘরে খাবার নেই। বাড়িভাড়া ও দোকান বাকি পড়ে আছে। পাওনাদারদের জন্য বাসা থেকে বের হতে পারছি না। এর মধ্যে গাজীপুর লকডাউন করা হয়েছে। এখন আমাদের না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে আজ সকাল ৯টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করেছি।

গাছা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দুই মাসের বকেয়া বেতন দাবিতে পোশাক শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ১৬ এপ্রিল বেতন দেয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে চলে যান। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ছবি তোলে ত্রাণ কেড়ে নেয়া সেই চেয়ারম্যান বরখাস্ত

ত্রাণ কেড়ে নেয়া চট্টগ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নুরুল আবছারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে তার বহিষ্কার আদেশের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে

স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বরখাস্ত হওয়া ইউনিয়র পরিষদ চেয়ারম্যান চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ৩নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, ‘ত্রাণ অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মির্জাপুরের চেয়ারম্যান নুরুল আবছারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ওই ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ১নং প্যানেল চেয়ারম্যান।’

হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চেয়াম্যান নুরুল আবছার গত ৬ এপ্রিল ত্রাণ দেয়ার কথা বলে ২৬টি পরিবারকে পরিষদে ডেকে নেয়। এরপর ফটোসেশন করে তাদের কাছ থেকে ত্রাণ কেড়ে নেয়। এর প্রতিবাদ করায় ওই পরিবারগুলোর উপর হামলা চালায় চেয়ারম্যানের লোকজন। এ ঘটনায় সংবাদ প্রকাশিত হলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এরপর বিতর্কিত এ চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার করা হয়।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

যেভাবে রাতের আঁধারে দাফন করা হয় খুনি মাজেদের লাশ

যেভাবে রাতের আঁধারে দাফন করা হয় খুনি মাজেদের লাশ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকরের পর ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বাটামারা নিজ গ্রামে লাশ দাফন করার কথা থাকলেও স্থানীয়দের বাধার মুখে তা করা সম্ভব হয়নি।

বহু নাটকীয়তার পর কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের হোসেনপুর এলাকায় মাজেদের শ্বশুরবাড়িতে লাশ দাফন করা হয়।

খুনি আবদুল মাজেদের শ্বশুরবাড়ির লোকজন অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফনের পরই তারা রাতের আঁধারে এলাকা ত্যাগ করে। এলাকাবাসী কিছুই টের পায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শম্ভুপুরার হোসেনপুর এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানান, শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের লাশ তার চাচা শ্বশুর আক্কাস আলী ও পরিবারের স্বজনরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে হোসেনপুর এলাকায় নিয়ে আসেন।

এ সময় লাশের পেছনে প্রশাসন ও পুলিশের একাধিক গাড়ি টহলরত অবস্থায় ছিল। পরে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই তড়িঘড়ি করে তার শ্বশুরবাড়ির ৪-৫ জন লোক মিলে প্রথমে জানাজা দেয়।

পরে খুব গোপনে লাশটি দাফন করে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সকালে এলাকাবাসী বিষয়টি জানার পর চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং মাজেদের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ভিড় করেন।

তবে হোসেনপুর এলাকায় লাশ দাফনের বিষয়টি পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কেউ আগে থেকে জানত না বলে দাবি করা হয়। তারা বিষয়টি পরে জেনেছেন বলে স্বীকার করেন।

হোসেনপুর এলাকায় বসবাসরত সোনারগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আবু সিদ্দিক মোল্লা জানান, আবদুল মাজেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। তার মতো আত্মস্বীকৃত খুনির স্থান সোনারগাঁওয়ের পবিত্র মাটিতে হবে না। এ ব্যাপারে ওসমান গনি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জামান মোল্লা জানান, সোনারগাঁওয়ের পবিত্র ভূমিতে খুনি মাজেদের লাশ রাখতে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রশাসন এগিয়ে না এলে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে কবর থেকে লাশ তুলে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে।

সূএ-যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৪ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪ জনে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১৩৯ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২১ জনে।

রবিবার দুপুরে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানান। তিনি আরও বলেন, দেশে আরও তিনজনকে করোনামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী। পুরুষ দু’জনের একজন চিকিৎসক।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন,

একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

আজ রাতেই বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি আজ রাতেই হবে। শনিবার রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জল্লাদের একটি দল। কারা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

এর আগে আবদুল মাজেদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করছে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কারাগারের ভেতরেই ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব

দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় আক্রান্তদের ৫২ শতাংশই ঢাকাবাসী

করোনাভাইরাসের বিস্তার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ঢাকায়। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে নারায়ণগঞ্জ। আক্রান্তদের ৫২ শতাংশই ঢাকাবাসী। ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলায় রয়েছে ৩৫ শতাংশ আক্রান্ত। বাকিরা অন্যান্য বিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা। এ সময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জানান, সর্বমোট করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৬ জন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে ৫৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩১-৪০ বছর বয়সী আছেন ১৭ জন এবং ৪১-৫০ বছর বয়সী আছেন ১৫ জন। এদের মধ্যে ৪৮ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী। নতুন করে আক্রান্তদের ১৪ জনই ঢাকার। আক্রান্তের হারে এর পরই নারায়ণগঞ্জ। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ৮ জন। মোট আক্রান্ত ৪৮২ জনের মধ্যে ৩১-৪০ বছর বয়সীরা সবচেয়ে বেশি, ২০ শতাংশ। এর পরে ২১-৩০ বছর বয়সীরা, ১৯ শতাংশ। আবার ৪১-৫০ বছর বয়সীরাও আছেন ১৯ ভাগ। আক্রান্তদের শতকরা ৭০ ভাগ পুরুষ, আর বাকি ৩০ ভাগ নারী। এই ৪৮২ জনের ৫২ শতাংশই ঢাকা শহরের। ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলায় রয়েছে ৩৫ শতাংশ আক্রান্ত। বাকিরা অন্যান্য বিভাগে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

তিনি আরো জানান, গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে তিনজন মারা গেছেন তাদের একজন ঢাকার। বাকি দুজন অন্য জেলার। তাদের বয়স ৩৮, ৫৪ এবং ৭৪ বছর। যে তিনজন সুস্থ হয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন নারী।

ব্রিফিংয়ের প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা রোগীদের সেবা দিতে নতুন করে হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে। বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারকে দুই হাজার বেডের হাসপাতালে রূপান্তর করা হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ১৩ শ বেডের একটি হাসপাতাল এবং উত্তরার ডিয়াবাড়ীর চারটি বহুতল ভবনকে ১২ শ বেডের হাসপাতালে রূপদান করা হচ্ছে। এগুলো প্রস্তুত হয়ে গেলে সাড়ে চার হাজার বেডের ব্যবস্থা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো বেশ কয়েকটি হাসপাতালকে করোনার জন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালও করোনা রোগীদের চিকিৎসায় এগিয়ে আসছে।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

দেশে করোনায় আরো তিনজনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৫৮

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা ৩০।

আজ দুপুরে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক। তিনি জানান, গতকালের চেয়ে নতুন রোগীর সংখ্যা কমেছে।

সর্দি কাশি জ্বরে আরও ১৫ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাস আক্রান্তের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্টে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছেন অনেক মানুষ। গত ৪৮ ঘণ্টায় এমন অন্তত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এর আগের দিন এ সংখ্যা ছিল ১৮ জন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে, করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, বাড়িতে বা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থেকে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা করোনায় মৃত্যুর চেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে এসব মরদেহ দাফনে এলাকাবাসীর বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে স্বজনদের।
এদিকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন্স সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের হিসাব থেকে জানা যায়, চলতি বছরের মার্চে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৩০ জন, যা ২০১৯ সালে ছিল মাত্র ৮২০ জন, ২০১৮ সালে ১ হাজার ১০ জন।

নরসিংদীতে সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সুলতানা বেগম (৩৫) নামের এক গার্মেন্ট শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাকে দাফন নিয়ে বাধার মুখে পড়েন স্বজনরা। স্থানীয়দের বাধায় স্বামীর বাড়ি কাজিরকান্দি গ্রামে দাফন করতে না পারায় মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাবার বাড়ি আলোকবালীতে। সেখানেও বাধার মুখে পড়তে হয়। পরে প্রশাসনের সহায়তায় সকালে মারা যাওয়া সুলতানা বেগমকে বিকালে দাফন করা হয়। করোনা পরীক্ষার জন্য মরদেহের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের পর তিনি জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে নরসিংদীতে যান।

ঢাকায় মারা যাওয়া বোনকে গ্রামের বাড়িতে এনে দাফন করার তিন দিনের মাথায় সর্দি, জ্বর ও বুকে ব্যথা নিয়ে লালমনিরহাটে মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি। গত বৃহস্পতিবার হাতীবান্ধা উপজেলার দক্ষিণ গড্ডিমারী গ্রামে মারা যান তিনি। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।
পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায় গত বৃহস্পতিবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেলোয়ার হোসেন দুলাল (৩২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে দেলোয়ার হোসেন জ¦র নিয়ে উপজেলার দুমকি গ্রামে নিজ বাড়িতে আসেন। ৭ এপ্রিল দুলালের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে তার নমুনা

পরীক্ষায় পজেটিভ আসে। এর আগে দুপুরে তিনি মারা যান। দুলালের মৃত্যুর পর ওই এলাকার অন্তত ৩০টি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। সিভিল সার্জন ডাক্তার মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, মৃতের পরিবার ও তার সংস্পর্শে আসা ওই এলাকার প্রায় ১৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া ও জ্বর নিয়ে গতকাল দুই ব্যক্তি মারা গেছেন। তাদের একজনের বয়স ২৬ বছর, অপরজনের ৫৫ বছর। এ ঘটনায় চার বাড়ির আটটি পরিবারকে লকডাউন করেছে প্রশাসন। মৃত দুজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কি না জানতে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইইসিডিআর- এ পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর উপজেলার আশরাফুল ইসলাম (৪৫) ও দৌলতপুরে জিয়ার আলী (২৮) নামের দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। সর্দি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গতকাল বিকেলে নিজ নিজ বাড়িতে তারা মারা যান। করোনা পরীক্ষার জন্য মৃতদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরে বৃহস্পতিবার শ্বাসকষ্টে খোকন মিয়া (৪৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নমুনা পরীক্ষার জন্য আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে।

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় বৃহস্পতিবার জ্বর, সর্দি ও গলাব্যথা নিয়ে আরজিনা বেগম (৩৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার রানীখার গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক নারী (৫০) গত বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেরা ওই নারী কয়েক দিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগলেও তিনি তা গোপন রেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার পৌলুঞ্জ গ্রামে নির্দোষ চন্দ্র
(২১) নামের এক যুবক করোনা উপসর্গ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। আট দিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত বগুড়ার একটি খাদ্য কারখানায় কর্মরত নির্দোষ চন্দ্রকে গত বুধবার তার বাড়িতে রেখে যায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরদিন দুপুরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার। ওই যুবকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বরগুনার আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা জি এম দেলোয়ার (৭৪) জ্বর নিয়ে গত বৃহস্পতিবার লোচা গ্রামে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন। করোনায় আক্রান্ত সন্দেহে তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। মৃতের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

পাবনার সাঁথিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার ছুম্মা খাতুন
(৪৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সুরক্ষা নিশ্চিত করে সে¦চ্ছাসেবক দল তার দাফন সম্পন্ন করেছে। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার নোয়াখালী থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে এক ইতালি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে দেশে আসেন তিনি। তার বাড়ি সোনাইমুড়ির পশ্চিম চাঁদপুর গ্রামে। মৃতের বাড়িটি লকডাউন করেছে প্রশাসন। এ ছাড়া পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন